দৈনিক
ইনকিলাব

18 DEC 2005

আর্থিক সংকটে কওমী মাদ্রাসা

বোমা-সন্ত্রাসের দায়ভার মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও আলেম-ওলামার ওপর চাপানোর অপচেষ্টা এবং মাদ্রাসাগুলোতে তল্লাশির নামে প্রশাসনের অপরিণামদর্শী বাড়াবাড়ির প্রেক্ষাপটে দেশের মাদ্রাসাগুলোর বিশেষ করে কওমী মাদ্রাসার অস্তিত্ব হুমকির মুখে এসে দাঁড়িয়েছে। ধর্মনিরপেক্ষ ও বাম রাজনীতিতে বিশ্বাসীরা বরাবরই মাদ্রাসা ও মাদ্রাসা শিক্ষার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। তারা সব সময়ই মাদ্রাসা ও মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধের দাবী জানিয়ে আসছে। চলমান বোমা-সন্ত্রাসের প্রেক্ষিতে তারা আরও সোচ্চার হয়েছে এবং এই সন্ত্রাসের দায় অযৌক্তিকভাবে মাদ্রাসার শিক্ষার্থী ও শিক্ষকদের ওপর চাপানোর জন্য মরিয়া হয়ে উঠেছে। একশ্রেণীর মিডিয়া নানা কল্পকাহিনী তৈরী করে তাদের সাপোর্ট দিয়ে যাচ্ছে। ক্ষেত্রেবিশেষে পালন করছে প্ররোচকের ভূমিকা। এই পরিকল্পিত অপপ্রচারণা ও মিডিয়া ক্যাম্পেইনে প্রভাবিত হয়ে প্রশাসনও 'জঙ্গী' ধরার নামে মাদ্রাসার ছাত্র ও শিক্ষকদের নানাভাবে বিব্রত ও হয়রানি করছে। এর অনিবার্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া হিসেবে এই শিক্ষার প্রতি মানুষের অনীহা সৃষ্টি হচ্ছে। ছাত্রসংখ্যা হ্রাসের প্রবণতাও লক্ষ্য করা যাচ্ছে। মাদ্রাসা শিক্ষার দুটি ধারার একটি কওমী ধারা। কওমী মাদ্রাসা ঐতিহ্যগতভাবেই সরকারী সাহায্য, সহযোগিতা ও প্রভাবমুক্ত। সম্পূর্ণ বেসরকারী উদ্যোগে ও অর্থে কওমী মাদ্রাসা পরিচালিত হয়। বিদ্যমান পরিস্থিতিতে এই ধারার মাদ্রাসাগুলো গভীর সংকটে নিক্ষিপ্ত হয়েছে। দেশে যতদূর জানা যায়, কওমী মাদ্রাসার সংখ্যা ২০ হাজারের মত। শিক্ষার্থীর সংখ্যা ৫০ লাখের কাছাকাছি। শিক্ষকসংখ্যা তিন লাখের ওপর। মাদ্রাসাগুলোর সঙ্গে আছে ছাত্রাবাস। এসব ছাত্রাবাসে অবস্থান করে যারা লেখাপড়া করে তাদের সংখ্যাও কম নয়। মাদ্রাসাগুলোর পরিচালন ও উন্নয়ন ব্যয়, শিক্ষক-কর্মচারীদের বেতনভাতা এবং ছাত্রদের হোস্টেল খরচের একটা বড় অংশের যোগান আসে বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও ধনাঢ্য ব্যক্তিদের দান থেকে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে কওমী মাদ্রাসাগুলো মারাত্মক আর্থিক সংকটে পতিত হয়েছে। এক খবরে উল্লেখ করা হয়েছে, বোমা-সন্ত্রাসের জন্য, বিশেষভাবে দায়ী করায় এবং প্রশাসনের বিরূপ আচরণ ও তৎপরতায় কওমী মাদ্রাসার ছাত্রসংখ্যা গত বছরের তুলনায় কমে গেছে। একই কারণে দানের পরিমাণও হ্রাস পেয়েছে। আবাসিক শিক্ষার্থী বিশেষত এতিম শিক্ষার্থীদের খাদ্যাভাব দেখা দিয়েছে। দান-অনুদান কমে যাওয়াতে ব্যবসায়ীরা খাদ্যসামগ্রী সরবরাহও প্রায় বন্ধ করে দিয়েছে। বলা বাহুল্য, এ অবস্থা অব্যাহত থাকলে কওমী মাদ্রাসার অস্তিত্ব এবং ঐতিহ্যবাহী কওমী শিক্ষাধারা টিকিয়ে রাখা দুরূহ হয়ে পড়বে।

মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধে দীর্ঘদিন ধরে যে চক্রান্ত চলছে, বোমা-সন্ত্রাসের জন্য মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও আলেম-ওলামা দায়ী করা এবং বিভিন্নভাবে তাদের ওপর দমন-পীড়ন চালানো সেই ষড়যন্ত্রেরই অংশ, এতে সন্দেহ নেই। ধর্মীয় শিক্ষার জন্য প্রতিষ্ঠিত হলেও উভয় শ্রেণীর মাদ্রাসাতেই সাধারণ শিক্ষাও প্রদান করা হয়। মাদ্রাসা ছাড়া আলেম-ওলামা ও ধর্মতত্ত্ববিদ তৈরীর আর কোনো প্রতিষ্ঠান বা শিক্ষাধারা দেশে নেই। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাবিস্তারে মাদ্রাসাগুলো ব্যাপক ভূমিকা পালন করে যাচ্ছে, যা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। যারা চায় মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধ হয়ে যাক, তারা চায় না দেশে আলেম-ওলামা, ধর্মতত্ত্ববিদ সৃষ্টি হোক, মানুষ ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞানলাভ করুক। তারা এও চায় না যে, মানুষ দ্রুত শিক্ষিত হয়ে উঠুক। আর এসব চায় না বলেই মাদ্রাসা শিক্ষা বন্ধে তারা ষড়যন্ত্র চালিয়ে যাচ্ছে। বোমাবাজি ও সন্ত্রাসের সঙ্গে মাদ্রাসা শিক্ষাধারা থেকে আসা কেউ কিংবা কোনো ছাত্র বা শিক্ষক জড়িত থাকতে পারে, ধরাও পড়তে পারে। কিন্তু তার জন্য ঢালাওভাবে মাদ্রাসা ও মাদ্রাসা শিক্ষা ব্যবস্থাকে দায়ী করা চরম মূর্খতার নামান্তর। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-শিক্ষকদের কেউ যদি সন্ত্রাসের সঙ্গে যুক্ত হয় কিংবা কোনোরূপ নাশকতামূলক কাজ করে তাহলে কি কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ ও শিক্ষা ব্যবস্থা রহিত করার দাবী কেউ করবে? না করা উচিত? কাজেই বোমা-সন্ত্রাসের দায়দায়িত্ব মাদ্রাসা ও মাদ্রাসা শিক্ষার ওপর চাপানো চরম অবিচার এবং অত্যন্ত উদ্দেশ্যমূলক। মাদ্রাসায় ইসলামের মৌলিক বিশ্বাস ও সর্বমানবিক নীতি আদর্শ সম্পর্কে শিক্ষা দেয়া হয়, সহৃদয়তা সৌজন্য, নৈতিকতা, শালীনতা শিক্ষা দেয়া হয়। একজন পরিপূর্ণ মানুষ গড়ে তোলাই মাদ্রাসা শিক্ষার প্রকৃত লক্ষ্য। ইসলাম অহেতুক হত্যা, সন্ত্রাস, বিভেদ-বিসংবাদ, হাঙ্গামাসহ সকল প্রকার অন্যায়-অপকর্ম ও অপরাধের বিরোধী। সুতরাং ইসলামের শিক্ষায় যারা শিক্ষিত তাদের পক্ষে এসব করা সম্ভব নয়। সন্ত্রাস ও আইনশৃঙ্খলা পরিপন্থী কাজে মাদ্রাসার জড়িত থাকার প্রমাণ নেই। গত ১০ বছরের ডিসিদের রিপোর্ট এ প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য। কিছুদিন আগে নিউইয়র্ক টাইমসে প্রকাশিত এক রিপোর্টে বলা হয়, বাংলাদেশের মাদ্রাসায় সন্ত্রাসী সৃষ্টি হয়, এমন প্রমাণ নেই। যে মুসলমানের কাছে একটি তৃণ পর্যন্ত নিরাপদ তার দ্বারা কি হত্যা-সন্ত্রাসের মত কাজ করা সম্ভব? কোনো বিভ্রান্তের কথা আলাদা। কোনো বিভ্রান্তের অপকর্মের জন্য অন্যদের দায়ী করা অন্যায় এবং সদ্বিবেচনা খেলাপ।

বোমা-সন্ত্রাসের জন্য মাদ্রাসা, মাদ্রাসা শিক্ষা, শিক্ষার্থী, শিক্ষক ও আলেম-ওলামা দায়ী হতে পারে না। যারা এই সন্ত্রাসের সঙ্গে জড়িত তাদের একমাত্র পরিচয় তারা সন্ত্রাসী। এটাই চূড়ান্ত বিবেচনা ও সত্য। কাজেই মাদ্রাসা ও মাদ্রাসা শিক্ষা, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক ও আলেম-ওলামার বিরুদ্ধে পরিচালিত অপপ্রচার বন্ধ করতে হবে। প্রশাসন বিভিন্ন ক্ষেত্রে যে জুলুম ও হয়রানি করছে অবিলম্বে তা বন্ধ করতে হবে। বিগত সরকারের আমলে মাদ্রাসা, মাদ্রাসা শিক্ষা, মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক, আলেম-ওলামার ওপর যে অবিচার ও অত্যাচার হয়েছে, বর্তমান জোট সরকারের আমলে ঠিক তেমনই অবিচার-অত্যাচার হবে- এটা কেউ কল্পনা করতে পারে না। কারণ, এই সরকারের ক্ষমতায় আসার পেছনে মাদ্রাসার ছাত্র-শিক্ষক, আলেম-ওলামা, পীর-মাশায়েখের বিরাট ভূমিকা রয়েছে। দ্বিতীয়ত, চলমান বোমা-সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশী সোচ্চার মাদ্রাসাকেন্দ্রিক ছাত্র-শিক্ষক, আলেম-ওলামা ও পীর-মাশায়েখ। দেশের স্বনামধন্য সকল আলেম ও পীর-মাশায়েখ একবাক্যে ঘোষণা দিয়েছেন, যারা বোমা-সন্ত্রাস চালাচ্ছে তারা ইসলামের দুশমন। এরপর বেকসুর কোনো ছাত্র-শিক্ষক বা আলেম হয়রানি বা জুলুমের শিকার হলে তার দায়িত্ব সরকারকেই বহন করতে হবে। আজ কওমী মাদ্রাসার অস্তিত্বের যে সংকট দেখা দিয়েছে তা দূর করার জন্য সরকারকে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে হবে। এমন পরিবেশ ও অবস্থা তৈরী করতে হবে, যাতে মাদ্রাসাগুলোতে দান-অনুদান বাড়ে, নির্ভয়ে মানুষ সহযোগিতা দিতে পারে। আমরা আশা করবো, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান এবং ধনাঢ্য ব্যক্তিরা মাদ্রাসাগুলোতে সাহায্য বাড়িয়ে এদের আর্থিক সংকট মোচনে সহযোগিতা করবে। যে কোনো মূল্যে কওমী মাদ্রাসার অস্তিত্ব ও ঐতিহ্য রক্ষা করতে হবে। জাতীয় বৃহত্তর স্বার্থেই এটা করতে হবে।